সংবাদ

তারিখ 29 DEC 2002
পৃষ্ঠা - কলাম -

সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচি 'উদয়নে বগুড়া' ॥ ১২ হাজার ৫৭৭ জনকে স্বাক্ষর করার জন্য ব্যয় হয়েছে ৭ কোটি টাকা

বগুড়া থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ প্রথম পর্যায়ের কাজে ৭ কোটি ৬ লাখ ৯৮ হাজার ৫শ' ৬২ টাকা অপচয় হওয়ার পরও আগামী ১লা এপ্রিল থেকে বগুড়ায় আবার প্রায় ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচি 'উদয়নে বগুড়া' বাস্তবায়নের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। বগুড়ার ডিসি সাফিজ উদ্দিন আহমদ গত ২৩ ডিসেম্বর তাঁর সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ কথা জানিয়ে বলেন,ইতোমধ্যে এ কর্মসূচি সফল করার জন্য ১ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের এ কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেছেন, এ ১৪ কোটি টাকাও আগের মতোই অপচয় হবে জানা সত্ত্বেও এ প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে সরাসরি জড়িত কর্মকর্তা কাজী ফরিদের গভীর আগ্রহ আর চক, চটসহ অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহকারীদের চাপেই আগামী ১লা এপ্রিল সোনাতলা, সারিয়াকান্দি, শেরপুর, ধুনট, আদমদিঘী, দুঁপচাচিয়া উপজেলা এবং বগুড়া, শেরপুর ও সান্তাহার পৌর এলাকায় ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সের ৩ লাখ ৫১ হাজার ২৭৫ জন নিরক্ষর মানুষকে স্বাক্ষরজ্ঞান করার কাজ শুরু হবে। সাফিজ উদ্দিন আহমদ অবশ্য দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করার কারণ অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, এ জেলার নিরক্ষর মানুষদের স্বাক্ষরজ্ঞান করতেই এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রায় ৩ বছর আগে করা জরিপের ভিত্তিতে এর আগে ২০০০ সালের ১৫ই অক্টোবর কাহালু, বগুড়া সদর, গাবতলী, নন্দীগ্রাম ও শিবগঞ্জ উপজেলা এলাকায় ৭ কোটি ২৬ লাখ টাকারও বেশি ব্যয়ে ৩ লাখ ৩৮ হাজার ৬৯৮ জনকে স্বাক্ষরজ্ঞান করার কাজ শুরু হয়। ২০০১ সালের ১৮ আগষ্ট মাসে মূল্যায়ন পরীক্ষার ফেল করে ৪ হাজার ১৪২ জন। আর সেসময় কোনভাবেই কেন্দ্রে আনা যায়নি ৪৫ হাজার ৫৪৯ জন নিরক্ষর মানুষকে। মূল্যায়ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের জন্য অব্যহত শিক্ষার কাজ শুরু করার কথা ছিল ২০০১ সালের আগষ্ট মাসেই; কিন্তু এখনও তা শুরু করা হয়নি। সবকিছু ভুলে যাওয়ার পর এদের অব্যাহত শিক্ষার জন্য কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে প্রায় দেড় বছর পর ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসে। প্রথমপর্যায়ে ৩ লাখ ৩৮ হাজার ৩৯৮ জন নিরক্ষর মানুষকে স্বাক্ষরজ্ঞান করার জন্য ব্যয় ধরা হয়েছিল প্রায় সোয়া ৭ কোটি টাকা আর দ্বিতীয় পর্যায়ে জরিপ ছাড়াই ৩ লাখ ৫১ হাজার ২৭৫ জনকে স্বাক্ষরজ্ঞান করার জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১৪ কোটি টাকারও বেশি। অর্থাৎ বগুড়ায় মাত্র ১২ হাজার ৫৭৭ জন নিরক্ষর মানুষকে স্বাক্ষরজ্ঞান করতে ব্যয় হবে ৭ কোটি টাকারও বেশি। সার্বিক স্বাক্ষরতা কর্মসূচি 'উদায়নে বগুড়া' বাস্তবায়নের জন্য সব মিলিয়ে বরাদ্দ করা হয়েছে ২১ কোটি ৩৮ লাখ টাকারও বেশি। এ কর্মসূচির আওতায় মোট ৬ লাখ ৮৯ হাজার ৯৭৩ জনকে স্বাক্ষর জ্ঞান করার কথা।